প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **সাতক্ষীরা**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১৪ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**ছয়ঘড়িয়া জোড়া শিব মন্দির**		**সাতক্ষীরা সদর** ছয়ঘড়িয়া	২২°৪৬'২৪.৪" উ. ৮৯°০২'৫৩.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)	সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত ঝাউডাঙ্গা ইউনিয়নের ছয়ঘড়িয়া গ্রামে ছয়ঘরিয়া জোড়া শিব মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের গায়ে সংযুক্ত লেখা পোড়ামাটির ফলকচিত্রের লিপি ভাষ্য থেকে জানা যায়, জোড়া মন্দিরটি স্থানীয় জমিদার ফকির চাঁদ ঘোষ কর্তৃক ১২২০ বঙ্গাব্দে (খ্রি. ১৯ শতক) নির্মিত।
২.	**অন্নপূর্ণা মন্দির**		**সাতক্ষীরা সদর** পুরাতন সাতক্ষীরা	২২°৪২'১৪.২" উ. ৮৯°০৫'১৭.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)	অন্নপূর্ণা মন্দিরটি সাতক্ষীরা শহরের পুরাতন সাতক্ষীরা এলাকায় সাতক্ষীরা-আশাশুনী সড়কের বাঁ দিকে অবস্থিত। প্রত্নস্থলটি স্থানীয়ভাবে 'মায়ের বাড়ি' নামে সুপরিচিত। বুড়ন পরগনার জমিদার শ্রী বিষ্ণু রাম চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি বাংলা ১২০১ সনে (১৭৯৪ খ্রি.) নির্মিত হয়। তিন তলা বিশিষ্ট দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত।
৩.	**জমিদার বাড়ি জামে মসজিদ (লাবসা জামে মসজিদ)**		সাতক্ষীরা সদর লাবসা	২২°৪৪'৪৬.৩" উ. ৮৯°০৩'২১.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)	স্থানীয়ভাবে এ পুরাকীর্তিটি লাবসা মসজিদ কিংবা জমিদার বাড়ি জামে মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ফারসী হরফে উৎকীর্ণ লিপি ভাষ্য থেকে জানা যায়, মসজিদটি হিজরী ১৩০১ সালে (খ্রি. ১৮৮০) স্থানীয় জমিদার মুন্সী এমাদুল হক কর্তৃক নির্মিত হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**প্রবাজপুর শাহী মসজিদ**		**কালীগঞ্জ** প্রবাজপুর	২২°২৫'৪০.৫" উ. ৮৯°০১'৪৮.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ এপ্রিল, ১৯৮৭	মসজিদের বিন্যস্ত করণ ও স্থাপত্যিক রীতি দেখে মনে হয় এটা হোসেন শাহি সময়কালে নির্মাণ করা হয়েছে। এর পশ্চিম দেয়ালে সুসজ্জিত তিনটি মিহরাব রয়েছে। যার মাঝখানেরটি বড় । দৃষ্টিনন্দন পোড়ামাটির ফলকচিত্র শোভিত এ মনোরম চার গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি মূলত একটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত।
৫.	**তেতুলিয়া জামে মসজিদ**		**তালা** তেতুলিয়া	২২°৪৬'৫৪.৩" উ. ৮৯°১৫'০৪.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর, ১৯৮৭	মসজিদটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায় ১২৭০ বঙ্গাব্দে (১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) স্থানীয় জমিদার কাজী সালামোতুল্লাহ কর্তৃক নির্মিত হয়। মসজিদটিছয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ যা গ্রেকো-রোমান ও ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যকলার অপূর্ব সংমিশ্রণে নির্মিত হয়েছে।
৬.	**ঝুড়িঝাড়া ঢিবি**		তালা ঝুড়িঝাড়া	২২°৪৭'০৩.০" উ. ৮৯°১৫'৪৮.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)	ঝুড়ি ঝাড়ার মাঠ নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত প্রত্নস্থানটি সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলাধীন আগৈলঝাড়া গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এ স্থানে মুসলিমপূর্ব যুগের মন্দিও সদৃশ্য স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	**দরবার স্তম্ভ**		**তালা** তালা বাজার	২২°৪৪'৫৬.০" উ. ৮৯°১৫'২২.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)	'দরবার স্তম্ভ' নামে পরিচিত ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থাপনাটি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর তালার অন্যতম প্রাণ পুরুষ ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাজ কুমার বসু কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বঙ্গ-ভঙ্গের ঘোষণার প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদের মুখে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে তাদের পূর্ব ঘোষিত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলে একটি সফল আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ও বিজয়ের স্মৃতি নিদর্শন হিসেবে নির্মিত হয়।
৮.	**ইশ্বরীপুর হাম্মামখানা**		**শ্যামনগর** ইশ্বরীপুর	২২°১৮'২০.১" উ. ৮৯°০৬'৪০.৫" পূ.	প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা-১১৯, ক্রমিক নং-০৭	তুর্কি “হাম্মাম” শব্দের বাংলা পারিভাষিক অর্থ হল স্নানাগার বা গোসলখানা। স্থানীয়ভাবে এটি হাফসিখানা, নহবত খানা কিংবা রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজকীয় অতিথিশালা নামেও পরিচিত।
৯.	**হাম্মামখানা ও তৎসংলগ্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, জাহাজঘাটা**		শ্যামনগর জাহাজঘাটা	২২°২২'৫৩.৩" উ. ৮৯°০৫'১২.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬১)	হাম্মামখানা ও তৎসংলগ্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার অন্তর্গত জাহাজঘাটা গ্রামে অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত “জাহাজঘাটা হাম্মামখানা” পুরাকীর্তিটি স্থানীয়ভাবে রাজা প্রতাপাদিত্যের জাহাজঘাটা নৌদুর্গ নামে পরিচিত। মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রতাপাদিত্য কর্তৃক যে শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। জাহাজঘাটা ছিল তার সদর দপ্তর ও পোতাশ্রয়। জাহাজঘাটা খ্যাত বৃহৎ স্থাপনাটি মূলত স্নানাগার, মালখানা, শয়নকক্ষসহ মোট ০৬টি কক্ষের সমন্বয়ে নির্মিত একটি স্থাপনা।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০.	**গোবিন্দ দেবের মন্দির তৎসংলগ্ন ঢিবি**		শ্যামনগর গোপালপুর	২২°২০'১৭.৯" উ. ৮৯°০৫'৪৭.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)	প্রত্নস্থানটিতে চারটি ঢিবি ও একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব রয়েছে। স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ ও ঢিবির অবস্থান দৃষ্টে মনে হয় এগুলো একটি মন্দিরগুচ্ছ। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, মন্দিও গুলো প্রতাপাদিত্যের চাচা রাজা বসন্ত রায় কর্তৃক ২১ শে চৈত্র, ১০১৬ বঙ্গাব্দে (১৭ শতকে) নির্মিত হয়।
১১.	**যীশুর গীর্জা**		শ্যামনগর ইশ্বরীপুর	২২.৩০৭৩৫২ উ. ৮৯.১১২৮০৪ পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)	যীশুর গীর্জা সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার অন্তর্ভূক্ত ঈশ্বরীপুর গ্রামে কদমতলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। জানা যায় ০১ জানুয়ারি, ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এ গীর্জাটি নির্মিত হয়। স্প্যানিস পর্যটক ডুজারিকের বিবরণ অনুযায়ী এটি বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম গীর্জা হলেও বর্তমানে এখানে কোন স্থাপত্যের অস্তিত্ব নেই।
১২.	**যশোরেশ্বরী মন্দির**		শ্যামনগর ইশ্বরীপুর	২২°১৮'২২.৭" উ. ৮৯°০৬'৪৫.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)	রাজা প্রতাপাদিত্যের স্মৃতি বিজড়িত যশোরেশ্বরী মন্দির। কথিত আছে আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৭-১৮ শতকের মধ্যে এ মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এখানে পুন:নির্মিত পঞ্চরত্ন সদৃশ ১টি মন্দির রয়েছে। এছাড়া প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও দেখা যায়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩.	**শ্যাম সুন্দর মন্দির**		কলারোয়া সোনাবাড়িয়া	২২°৫২'৩৫.২" উ. ৮৮°৫৯'০৭.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)	শ্যাম সুন্দর মন্দিরটি সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার অন্তর্গত সোনাবাড়িয়া ইউনিয়নের সোনাইনদীর পূর্ব তীরে সোনাবাড়িয়া গ্রামে অবস্থিত। এ নবরত্ন মন্দিরটি স্থানীয়ভাবে সোনাবাড়িয়া মঠ নামেই অধিকতর পরিচিত। জানা যায় যে, ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জমিদার শ্রী হরিরাম দাস এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। তিন তলা বিশিষ্ট মন্দিরটি একটি উঁচু বেদীর উপরে নির্মাণ করা হয়েছে। এ মন্দিরটির উপরে সর্বমোট ৯টি রত্ন রয়েছে।
১৪.	**কোঠা বাড়ির থান**		কলারোয়া কোঠাবাড়ি	২২°৫৫'৩৯.২" উ. ৮৮°৫৯'৩১.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)	'কোঠাবাড়ির থান' নামে বিলুপ্ত স্থাপনাটি সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কোঠাবাড়ি গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে প্রায় বিলুপ্ত এ স্থাপনাটি কোঠাবাড়ির থান নামে পরিচিত হলেও স্থানটি পীরের দরগা নামে কথিত। স্থাপনাটির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন এবং বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রয়েছে। এটি মুঘল আমলে নির্মিত সেনা দুর্গের ভগ্নাবশেষ বলে জনশ্রুতি রয়েছে।